দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পরীক্ষা কেন্দ্র, নকল ও হাঙ্গামা

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষা গত ১৭ই মার্চ শুরু হয়েছে। চারটি শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থী চার লাখ ষোল হাজার একষট্টিজন। পরীক্ষার্থী বহুল এই গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক একজামিনেশন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয়েছে। মহানগরী ঢাকায় পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ থেকে দুশ গজ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। চারের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ।

আমাদের দেশে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে এসএসসি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় সাফল্য একদিকে যেমন তাদের শিক্ষাগত ন্যূনতম যোগ্যতার সার্টিফিকেট উপহার দেয়, অন্যদিকে তেমনি উন্মুক্ত করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ পথও। যে সার্টিফিকেট এদেশে চাকরিলাভ ও সামাজিক মর্যাদার মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচিত এবং যার জন্য কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি ও ফান্দি-ফিকিরের অন্ত নেই, তার প্রথমটি করায়ত্ত করার সুযোগ হল এসএসসি পরীক্ষা। এ কারণেই এই পরীক্ষার এত গুরুত্ব। এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হোক— এই কাম্য সবার। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, সরকার—এক কথায় সবাই চায় এর সুসমাপ্তি। গোলমালশূন্য, নকলবিহীন পরীক্ষা।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি-শৃংখলার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ পরীক্ষা কেন্দ্রের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বেশি পরীক্ষার্থীর জন্য বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র দরকার। কিন্তু গত কিছুকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্র নানা প্রশ্ন, বিতর্ক, বিরোধ, অভিযোগ এমনকি সংঘর্ষের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের স্বার্থে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল স্থানেই পরীক্ষাকেন্দ্র খুলেছেন। কিন্তু বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ ও নকলের হিড়িক চলার দায়ে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র বাতিল অথবা স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে। ঘটনা গড়িয়েছে গোলযোগে, এমনকি রক্তপাতেও। আরও নানা রকম ঝামেলা। পাবনা জেলা স্কুল কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে বিক্ষোভকারী সে স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে গত ১৭ই মার্চ দুজন কলেজ শিক্ষকসহ বিশজন আহত হয়েছেন। যশোরের একটি স্কুলের বাতিল পরীক্ষা কেন্দ্র পুনর্বহালের দাবীতে সে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গত সোমবার যশোর শিক্ষা বোর্ড অফিস ঘেরাও করেছিল। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল-সভা হয়েছে আরও বিভিন্ন স্থানে। চট্টগ্রাম-নগরীর পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শুরুর ২ দিন আগে পর্যন্ত জানত না কোন কেন্দ্রে তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। ফলে তারা খুবই উৎকন্ঠায় ছিল।

পরীক্ষা এখন আর আগের মত নেই। নকল শিক্ষার ইষ্টনাশ করেছে, প্রহসনে পরিণত করেছে পরীক্ষা ব্যাপারটিকে। গণ ঢোকাটুকি, বই দেখে লেখা, খাতা বদল, বাহির থেকে উত্তর প্রম্‌ট করা, একের পরীক্ষা অন্যে দেওয়া ইত্যাদি অনেক পরীক্ষাকেন্দ্রে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার্থীরা জেনে গেছে যে, বিশেষ বিশেষ পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারলে নিশ্চিত পাস। এ কারণেই টেস্ট পরীক্ষার আগে সেসব স্কুলের দশম শ্রেণীতে ছাত্রভর্তি ভীষণ বেড়ে যায়। স্কুল বদল ও পরীক্ষা কেন্দ্র বদলের হিড়িক পড়ে। শহরের পরীক্ষার্থীরা ছোটে মফঃস্বলে ও গ্রামে। নকলের অবাধ সুযোগ এবং পাস এমনকি প্রথম বিভাগ-দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়ার গ্যারান্টিই তাদের এই মফঃস্বলমুখী চলের বড় কারণ। কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্র নিয়ে মোটা টাকার খেলা চলে। নগদ আয়ের বিভিন্ন উৎস যেমন নিলামে ডাকা হয় নগদ নারায়ণের বিনিময়ে যেমন কোন কোন চাকরিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে পোস্টিং-এর ব্যবস্থা হয়, তেমনি নাকি বন্দোবস্ত নেয়া হয় কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে।

এসব অভিযোগ যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ অনেক। সন্দেহযুক্ত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকে পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষা নেয়ার জন্য চাপাচাপি করে, আন্দোলন করে। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, বহু কেন্দ্রে অবাধে নকল চলে। এই অপরাধে বহু পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, বাতিল হয়েছে অনেক পরীক্ষাকেন্দ্র। শুধু এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাই নয়, ডিগ্রী-পরীক্ষাকেন্দ্রও বাতিল হয়েছে। নকলের হিড়িকের সংগে পরীক্ষাকেন্দ্র কতটা জড়িত, এসব ব্যাপার থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

নকল দেশের শিক্ষার সর্বনাশ সাধন করছে। শিক্ষা মানের দুঃখজনক অবণতির জন্য নকলের হিড়িকই মূলত দায়ী। নকলে প্রকৃত ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। মুড়ি-মুড়কির একদর হয়ে যাচেছ। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নকলের দৌলতে পাস করা পরীক্ষার্থীদের চেয়ে তাদের সাফল্য কম। যে যে বছরে পাইকারি নকল চলেছে, সে বছরগুলিতে পাসের হার ছিল অবিশ্বাস্যভাবে বেশি। টুল-টেবিলও নাকি পাস করেছিল। সেভেন-এইট-নাইনে পড়ে দীর্ঘদিন বসে থাকা ছাত্রছাত্রীরাও নাকি উৎরে গিয়েছে। কোথাও কোথাও এমনও নাকি যাচেছ। এ ধরনের জঘন্য কীর্তিকলাপের জন্য শিক্ষা মান নেমে যাচেছ, সুনামহানি হচেছ বিদেশে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা।

পরীক্ষায় নকল কেবল শিক্ষা মানের অবনতি এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই ক্ষতি ঘটায় না, অপরাধও বাড়ায়, সৃষ্টি করে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি। নকলে বাধা পড়লে পরীক্ষার হল ভাঙচুর হয়, পরীক্ষা পরিদর্শক নিগৃহীত হন। এ ধরনের কিছু কিছু আলামত এবারের এসএসসি পরীক্ষাতেও দেখা গেছে। প্রথমদিনেই নকল সরবরাহকারীদের সংগে বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য লাঠিচার্জ, টিয়ার-গ্যাস ব্যবহার এবং ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। বিশজন গ্রেফতার হয়েছে। অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ৪৮১ জন পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ পরীক্ষায় নকল অপরাধ বৃদ্ধিরও একটি উপলক্ষ।

জাতীয় অগ্রগতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষার দ্রুত বিস্তার অত্যাবশ্যক। তবে এই শিক্ষা হতে হবে নিখাদ; কোন ফাঁকিঝুঁকি থাকলে চলবে না। প্রকৃত ও কালোপযোগী শিক্ষা একদিকে যেমন সমাজমানসকে নতুন আদর্শ গ্রহণের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করে, তেমনি সত্যিকার জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে জনসাধারণকে। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায় এবং তাদের আগ্রহী ও সচেষ্ট করে তোলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে। আমাদের দেশের জন্য এমন শিক্ষা আজ একান্ত জরুরী।

জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে, প্রবর্তন করতে হবে যুগোপযোগী শিক্ষা। তবে তারও চেয়ে বেশি দরকার শিক্ষার কলুষতা মোচন। নকলের অক্টোপাস থেকে শিক্ষা ও শিক্ষাব্রতীদের বাঁচাতে হবে। নকলের কারণগুলি নির্মূল করতে হবে। এই অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তনের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। পরীক্ষাপদ্ধতি ও প্রশ্ন এমন হতে হবে, যাতে নকলের কোন সুযোগই থাকবে না। ছাত্রভর্তি ও পরীক্ষার্থী বাছাই-এর ব্যাপারে নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মানা হলে এবং সারা অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজটি নিয়মিতভাবে চললে নকলবাজি বহুলাংশে কমে আসবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমবর্ধমান পরীক্ষার্থীর সুবিধার্থে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির চরিত্র ও পবিত্রতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এই দায়িত্ব মূলত ছাত্র-শিক্ষকদের। তারা যদি সচেষ্ট থাকেন এবং প্রশাসন যদি প্রয়োজনীয় সহায়তা যোগান তাহলে কারও পক্ষেই নকলে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবে না। পরীক্ষা নকলমুক্ত হোক এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন—এটাই আমাদের কাম্য।

—সমদর্শী